বুধবার, ২ ফাল্গুন ১৪২৪
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

দৈনিক ইত্তেফাক

পৃঃ ১৮

কালো ধান-কালো চালে কৃষি বিজ্ঞানীদের সাফল্য

বিমল সাহা, ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি

দেশে কালো ধান ও কালো চাল উন্নয়ন নিয়ে গবেষনা করছেন গাজীপুরের ধান গবেষনা ইনস্টিটিউটের কৃষি বিজ্ঞানীরা। চালের রং হয় সাদা, ভাতও সাদা হয়। আমরা সাদা চালের সাথেই পরিচিত। তবে কৃষি বিজ্ঞানীরা বলছেন কালো চালও হয়। গবেষণায় তারা সফলও হয়েছেন। আমাদের দেশে কালিজীরা নামে সুগন্ধি একটি ধানের চাষ হয়। কিন্তু এ ধানের চাল সাদা হয়।

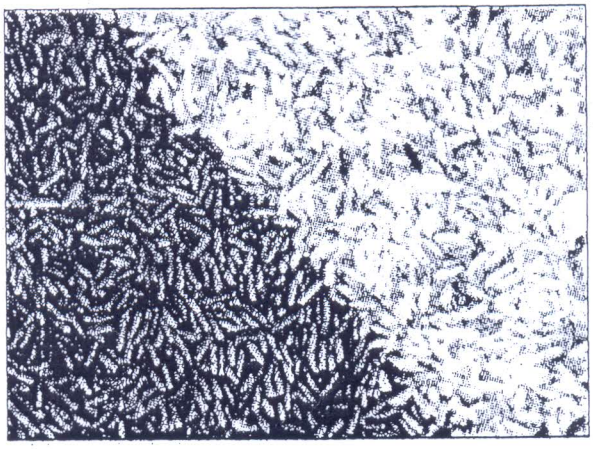

বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মো. আনসার আলী জানান, কলো চাল হয় এমন ধানের জাত ছিল কিন্তু এই জাত এক সময় হারিয়ে যায়। দেশের ভেতর ও দেশের বাইরে থেকে কালো জাতের ধান সংগ্রহ করে ৩ বছর ধরে গবেষণা চলছে। এতে কৃষি বিজ্ঞানীগন সফল হয়েছেন। ধানের খোসার নিচে থাকে আবরণ, যাকে কুড়া বলা হয়। কালো ধানের কুঁড়া কালো, ছাড়ানোর পর কালো রংয়ের চাল পাওয়া যাবে। এ চালের ভাতও কালো হবে। আবার কোন জাতের চাল কালো হলেও ভাত সাদা হবে। মোটা, সরু ও সুগন্ধী জাত সংগ্রহ করা হয়েছে। চলছে জাত উন্নয়নের গবেষণা। প্রাথমিক ভাবে গবেষণায় দেখা গেছে ফলন খুব কম। এজন্য বাণিজ্যিক ভাবে চাষ লাভজনক নয়। ফলন যাতে বেশি হয়, এজন্য আরো গবেষণা চলছে। তিনি জানান, কালো চাল ক্যান্সার প্রতিরোধক এবং এন্টি এজিং। এছাড়াও বার্ধক্য, ডায়াবেটিস, স্নায়ুরোগ প্রতিরোধক ও ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ ঠেকাতে কার্যকর। এ চালের ভেতর ভিটামিন, ফাইবার ও মিনারেল থাকে, অত্যন্ত পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ।

এ চালের দাম অনেক বেশি বলে আমাদের দেশে সাধারন ক্রেতা মিলবে না। তবে বিত্তবানরা কিনবে। ড. মো. আনসার আলী আরো জানান, বিশ্বের ধনী দেশে এ চালের চাহিদা আছে। বর্তমানে থাইল্যান্ড কালো চাল রপ্তানি করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের দেশগুলো, অষ্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলো কালো চালের ক্রেতা। এক কেজি কালো চালের দাম ১০ ডলারের বেশি।

ভারতের গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার ফলিয়াতে কৃষক পর্যায়ে কালো ধান চাষ হচ্ছে। এ ধানের চাল কালো হয়। গত বছর সাড়ে ৩'শ বিঘাতে চাষ হয়। চালের উৎপাদন ছিল এক'শ টন। প্রতি কেজির দাম দেড়'শ টাকা থেকে দুইশ' টাকা। ২০০৮ সাল থেকে তারা গবেষণা করছে।